# তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে দিয়ে সাময়িক সমাধান চায় না আপিল বিভাগ: প্রধান বিচারপতি

সংগৃহীত ছবি

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, শুধু সাময়িক সমাধানের জন্য আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে দিতে চায় না আপিল বিভাগ। নির্বাচনকালীন সময়ে এমন একটি টেকসই ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া জরুরি, যা বারবার বিঘ্নিত হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে।

বুধবার (২৭ আগস্ট) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) আবেদনের শুনানিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি প্রশ্ন তোলেন— যদি সত্যিই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানো হয়, তবে সেটি কখন থেকে কার্যকর হবে?

এই মামলায় রাজনৈতিক দল ও ছয় ব্যক্তি চারটি পৃথক আবেদন করেছেন। দ্বিতীয় দিনের মতো শুনানি হয় সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট থেকে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে। আবেদনকারীদের পক্ষে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ও অ্যাডভোকেট শিশির মনির যুক্তি উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

LENS ASIA

এর আগে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) প্রথম দিনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আর গত ১১ ফেব্রুয়ারি এ রিভিউ শুনানি মুলতবি করেছিলেন আপিল বিভাগ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস:

১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে এ ব্যবস্থা যুক্ত হয়। তবে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ১৯৯৮ সালে কয়েকজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে। এর ভিত্তিতে সরকার একই বছর পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলোপ করে।

কিন্তু সাম্প্রতিক সরকার পরিবর্তনের পর বিষয়টি আবার সামনে আসে। নাগরিক সংগঠন সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এবং মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেনসহ আরও কয়েকজন এ রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন।